



137791 - স্বামী ফজররে নামাযরে সময় উঠতে পারবে না, ঘুমিয়ে থাকবে বধিয় স্ত্রী তাকে সহবাস করতে বাধা দয়ো কঠিকি হবে?

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমি একজন বিবাহিত নারী। একজন দ্বীনদার মানুষের সাথে আমার বয়ি হয়েছে। আলহামদু লিল্লাহ তার অনকে ভাল গুণ রয়েছে। সমস্যা হচ্ছে- তার ঘুম খুব ভারী। ঘুমালে ফজররে নামাযরে জন্য সহজে উঠতে পারে না। অধিকাং সময় সযে যদাি জুনুবি অবস্থায় (নাপাক অবস্থায়) থাকে সযে ঘুম থেকে উঠতে পারে না। এতে কি আমার গুনাহ হবে? আমি নিশ্চিতভাবে জানাি যযে, আমযিত চেষ্টা করনাি কনে সযে নামাযরে জন্য উঠতে পারবে না। বিশেষতঃ সযে যখন সফর থেকে আসযে অথবা ক্লান্ত থাকে। তাই তার নামাযরে কারণে আমকি (সহবাস) থেকে বরিত থাকতে পারাি?

প্রযি উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

যখন কোন স্বামী তার স্ত্রীকে বহিনায় ডাকবে তখন সযে ডাকে সাড়া দয়ো ফরজ। দললি হচ্ছে সহহি বুখারি ও সহহি মুসলমি এ আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণতি হাদসি: “যদাি কোন স্বামী তার স্ত্রীকে বহিনায় ডাকে কনিতু স্ত্রী ডাকে সাড়া না দযে ফলে স্বামী রাগ করে থাকে তখন ভরো হওয়া পর্যন্ত ফরেশেতারা তার উপর লানত করতে থাকে।”

শাইখুল ইসলাম (রহঃ) বলেন:

যখন স্বামী স্ত্রীকে বহিনায় ডাকবে তখন ডাকে সাড়া দয়ো স্ত্রীর উপর ফরজ...। যদাি ডাকে সাড়া না দযে তাহলে স্ত্রী গুনাহগার ও অবাধ্য হবে। যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: “আর যাদরে মধ্যযে অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদরে সদুপদশে দাও, তাদরে শয্যা ত্যাগ কর এবং প্রহার কর। যদাি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায়, তবে আর তাদরে জন্য অন্য কোন পথ অনুসন্ধান করতে না।”[আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা (৩/১৪৫-১৪৬) থেকে সংকলতি]

সহবাসরে পর স্বামী যদাি ঘুমিয়ে থাকে তাহলে স্ত্রীর দায়তিব ফজররে নামাযরে জন্য স্বামীকে জাগিয়ে দয়ো। যদাি স্বামী অবহলো করে না জাগে তাহলে স্বামীর গুনাহ হবে। স্ত্রীর কোন গুনাহ হবে না। সুতরাং স্ত্রীর উচতি তার দায়তিব পালন করা। স্বামীর নামাযরে দায়তিব ও অবহলোর দায় তার উপর, যদাি সযে অবহলো করে।



ফকিহবদিগণ স্বামীর বদলে স্ত্রী সংক্রান্ত একটি মাসয়লার হুকুম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন সটে এখানে উল্লেখ করলে বিষয়টি পরিস্কার হবে:

রমলি (রহঃ) বলেন: যদি স্বামী জানেন যে, যদি রাতে সহবাস করলে তাহলে স্ত্রী ফজরে নামাযের সময় গোসল করবে না; এতে করে তার নামায ছুটে যাবে, ইবনে আব্দুস সালাম বলেন: এ প্রক্ষেপিতে স্বামীর উপর সহবাস করা হারাম হবে না। নামাযের সময় স্ত্রীকে গোসল করার নির্দেশে দবিরে। ফাতাওয়াল আহনাফ গ্রন্থেও এমন একটি ফতোয়া রয়েছে। [হাসিয়াতুহু আলা আসনাল মাতালবি (৩/৪৩০) থেকে সংকলিত]

নাওয়াযলিলি বারযালি গ্রন্থে আছে:

ইযুদ্দনিকে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল: যে ব্যক্তি রাতে ছাড়া স্ত্রী সহবাসের সুযোগ পান না। রাতে যদি স্ত্রী সহবাস করলে তাহলে স্ত্রী গোসল করতে অসত্যা করে; এতে তার নামায ছুটে যায়। এমতাবস্থায় স্বামীর জন্য কি সহবাস করা জায়যে হবে, এতে করে স্ত্রীর নামাযের অসুবিধা হোক বা না-হোক?

তনি উত্তরে বলেন: স্বামীর জন্য রাতে স্ত্রী সহবাস করা জায়যে হবে। স্বামী স্ত্রীকে ফজরে সময় নামায পড়ার নির্দেশে দবিরে। যদি স্ত্রী নামায পড়ে তাহলে তো ভাল। আর যদি না পড়ে স্বামী তার দায়িত্ব পালন করেছে। [ফাতাওয়াল বারযালি (১/২০২) থেকে সংকলিত]

সারকথা হচ্ছে- আপনার জন্য স্বামীকে সহবাস করতে বাধা দেয়া জায়যে হবে না। আপনি নামাযের জন্য তাকে জাগিয়ে দবিরে। সে যদি অবহলো করে নামায দেরি করে পড়ে তাহলে তার গুনাহ হবে।

আল্লাহই ভাল জানেন।